দৈনিক জনকণ্ঠ

MAY 30 2002

রাজধানীর শিক্ষা প্রাতষ্ঠানে শিবরের ডথানে বিএনপির নীতি নির্ধারকরা উদ্বিগ্ন

আহমেদ দীপু ॥ জোট সরকার গঠনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভয়াবহ উত্থানে বিএনপির নীতিনির্ধারকরা উদ্বিগ্ন। নির্বাচনের পর থেকে গত সাত মাসে শিবির গোপন তৎপরতা চালিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের পাঁচ থেকে আট শতাংশ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের মোট নেতাকর্মীর আট শতাংশ শিবিরের (৭- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(প্রথম পাতার পর)

ক্যাডার ছাত্রদলের সদস্য হিসাবে ঢুকিয়ে দেয়ার খবরে জোটের প্রধান শরিক বিএনপির মধ্যে তোলপাড় চলছে। পুলিশের একটি 'গোয়েন্দা সংস্থা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ তথ্য সরকারকে অবহিত করেছে। রিপোর্টে ছাত্রশিবিরের এই উত্থানকে ছাত্রদলের জন্য অশনি সঙ্কেত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ছাত্রশিবিরের এ উত্থান অব্যাহত থাকলে জামায়াতে ইসলামী বিএনপির জন্য বড় ধরনের থ্রেট হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে বিএনপির নীতিনির্ধারকরা আশঙ্কা করছেন। এই উত্থানরোধে গোয়েন্দা সংস্থাটি ছাত্রদলকে বিভিন্ন ইস্যুতে ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার সুপারিশ করেছে।

গত অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া রাজধানীর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রশিবিরের তেমন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু নির্বাচনের পর বিএনপির নেতৃত্বে জোট গঠনের পর থেকে ধীরে ধীরে ছাত্রশিবির সংগঠিত হতে থাকে। তারা কোথাও এককভাবে আবার কোথাও ছাত্রদলের সহায়তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সরকারের সাত মাস পার হওয়ার আগেই ছাত্রশিবির কিছু প্রতিষ্ঠানে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে সেখান থেকে ছাত্রদলকে বের করে দিয়ে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। বিএনপির অন্যতম সহায়ক শক্তি হচ্ছে তাদের ছাত্র সংগঠন। আর শিবির এই ছাত্র সংগঠনকে তাদের টার্গেট করে নিয়েছে। শিবির তাদের একান্ত বিশ্বস্ত এবং পরীক্ষিত ক্যাডারদের বিএনপির অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদলের সদস্য হিসাবে তাদের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে কৌশলে। তারা ছাত্রদলে ঢুকে দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে বসছে বলে জানা গেছে। ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ এর তেমন কিছুই বুঝতে পারছেন না। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মীর মোট আট শতাংশ শিবির ক্যাডারকে ছাত্রদলে সদস্য করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শীর্ষ পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে শিবিরের এক ক্যাডারকে বসানো হয়েছে। ছাত্রদলের ভিতর এভাবে শিবিরের ক্যাডার ঢুকিয়ে দেয়ার পিছনে সাবেক ছাত্রনেতা ও ঢাকা মহানগরীর এক এমপির হাত রয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনের আগে ঢাকায় ছাত্রশিবিরের তেমন শক্তিশালী কোন সংগঠন ছিল না। ছাত্রদলের সহায়তায় তারা বিভিন্ন স্থানে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাদের এই অবস্থা সম্পর্কে বলা হয় রাজশাহী ও চট্টগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যেখানেই ছাত্রশিবিরের উত্থান ঘটেছে সেখানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছাত্রদল। কাজেই ঢাকাতে শিবিরের উত্থান ঘটলে ছাত্রদলের ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি। এতে বলা হয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের অবস্থান আগে ছিলই না। কিন্তু সেখানে গত ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবির ভোট পেয়েছে। ভোটপ্রাপ্তির পরিমাণ প্রায় আট শতাংশ। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবির প্রকাশ্যে কাজ করার পরিবর্তে গোপনে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে বসে ছাত্র-শিক্ষকদের প্রভাবিত করার কাজ চালাচ্ছে। বুয়েটের জামায়াতপন্থী শিক্ষক এদের সহায়তা দিচ্ছেন। যার ফলে তারা গত ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সহসভাপতি পদে ১৪৭টি ভোট পায়। তবে এজিএস পদে পেয়েছে ষোলো ভোট। এভাবে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদী ডিগ্রী কলেজ হাসপাতালে কোন দিন শিবির ছিল না। জোট সরকার গঠনের পর এখানে তারা ছাত্রদলের সঙ্গে মিলে আত্মপ্রকাশ করে। ধীরে ধীরে তাদের অবস্থান শক্ত করে তারা ছাত্রদলকে এখান থেকে বের করে দিয়েছে। বর্তমানে শিবির এই ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করছে। গত ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচনে তারা জোট মনোনীত প্রার্থীর পক্ষ হয়ে কাজ করেছে। কলেজটি ১৮ মে থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের উত্থান ঘটে ১৯৭৭ সালে। ঢাকার সিদ্দিকবাজার কমিউনিটি সেন্টার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃত্বে ছাত্রশিবিরের আবির্ভাব ঘটে। পরে অবশ্য কৌশলগত কারণে তারা সংঘ বাদ দিয়ে ছাত্রশিবির নামে কাজ শুরু করে। তারা ১৯৭৮ সালে ক্যাম্পাসে অপরাজেয় বাংলা ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগ নেয়। এজন্য প্রথমে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান ও পরবর্তীতে ভেঙ্গে ফেলার জন্য রাতে হামলা করেছিল। সে সময় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গোপনে কাজ করে আসছে শিবির। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদকে কেন্দ্র করে তাদের কার্যক্রম চালাতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চার পাশে গড়ে তোলে তাদের ক্যাডার বাহিনী। বর্তমানে তাদের এ ধরনের ক্যাডারের সংখ্যা এক হাজারের বেশি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সব মিলে গত সাত মাসে রাজধানীতে ছাত্রশিবির যেভাবে এগিয়েছে তার ধারা অব্যাহত থাকলে ঢাকায় ছাত্রদলের ক্ষমতা অনেকাংশে কমে যেতে পারে। আর বিএনপির অন্যতম শক্তি ছাত্রদলের অবস্থা নষ্ট হয়ে গেলে মূল দলের জন্য তা হবে সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এই ক্ষতি যাতে না হয় সে ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করেছে পুলিশের এই গোয়েন্দা শাখা। তারা তাদের সুপারিশে উল্লেখ করে যে, শিবিরের বড় শত্রু হচ্ছে ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়ন। কাজেই বিভিন্ন ইস্যুতে ছাত্রদলকে ঐ দু'টি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া ছাত্রদলের নেতৃত্বে মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে আসতে হবে। বিবাহিত এবং অস্ত্রধারীদের কমিটি থেকে সরিয়ে দিতে হবে। মোট কথা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মন জয় করার মতো কাজ করে ছাত্রশিবিরকে প্রতিহত করতে হবে।